পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ ও প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন- কোন পথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা? শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন–কোন পথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণিত, লৈঙ্গিক-বৈষম্যমূলক; প্রগতিশীল- মুক্তমনা লেখকদের লেখা বাদ দিয়ে, ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন এর প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ ও প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন–কোন পথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ১৮ ফেব্রুয়ারি '১৭ সকাল ১১টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইমরান হাবিব রুমনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স এর সঞ্চালনায় ৮/৪-এ সেগুনবাগিচাস্থ স্বাধীনতা হলে অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড হায়দার আকবর খান রনো, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক অধ্যাপক আবিদুর রেজা, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শামসুল আলম, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবু সাঈদ খান, গণসঙ্গীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব মাহমুদুজ্জামান বাবু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো কাজী সামিও।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আমরা যখন একই পদ্ধতির শিক্ষার কথা বলি–তার মানে বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী শিক্ষার কথাই বলি। অন্যদিকে বহু ধারা যেমন : একই সাথে বস্তুবাদী ধারা–ভাববাদী ধারা, বিজ্ঞানভিত্তিক ধারা–বিশ্বাসভিত্তিক ধারা, উদ্ভাবনী-সৃজনশীল ধারা ও রক্ষণশীল প্রথাবাদী ধারা ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের যে শাখায়-ই যাকনা কেন, সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই সে শিখবে। প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য এগুলো বিচার করার ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক নিয়ম লাগবে, মনগড়া ধারণা দিয়ে চলবে না। বিজ্ঞানের দুই শাখা সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ফরাসি বিপ্লবের বিপ্লবীরা যুক্তিকে সামনে নিয়ে আসলো। যুক্তির কষ্টি পাথরে ধর্ম, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই যাচাই করতে চাইলো তারা। তাদের কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয় সব কিছুই। যুক্তির বিচারবেদির সামনে সব কিছুই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে, নতুবা তাকে সরে দাঁড়াতে হবে। সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠি হয় যুক্তি। সেই থেকেই এসেছিল একই ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই মানুষকে সত্যের কাছে নিয়ে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ধারাবাহিক ভাবে শাসকরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে যা দেশকে পশ্চাদপদতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ও ভুলে ভরা, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত, লৈঙ্গিক বৈষম্যমূলক পাঠ্যপুস্তক বাতিল করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে একই ধারার, বিজ্ঞানভিত্তিক , সেক্যুলার ও বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করার দাবি জানান ।

সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড হায়দার আকবর খান রনো বলেন, এদেশের মানুষ ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা করে নিয়েছে কখনও একাকার করেনি, শাসকরা বারবার এদুটোকে একাকার করার চেষ্টা করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন শাসকরা শ্লোগান দিয়েছিল–জয় বাংলা, জয় হিন্দ; লুঙ্গি চেড়ে ধুতি পিন্দ। তারা পোশাকে-মানুষের নাম রাখায়ও ধর্মকে নিয়ে আসলো, বুঝাতে

চাইল ধুতি হলো হিন্দুর পোশাক আর লুঙ্গি হলো মুসলমানের। মানুষ এই বক্তব্য গ্রহণ করেনি। জয় বাংলা শ্লোগান দিয়েই দেশ স্বাধীন করেছে, মরতে মরতে এই শ্লোগান দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এ সরকার নৈতিকভাবে দুর্বল, তাই সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে এহেন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান ।

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক অধ্যাপক আবিদুর রেজা পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণের জন্য দায়ী করেন বর্তমান সরকারের আমলা, মন্ত্রী ও নীতির। তিনি আরও বলের, দেশবাসী জানে শিক্ষামন্ত্রী এক সময়ে প্রগতিশীল রাজনীতি করতো, আজকে তার হাত দিয়ে জাতির এতবড় সর্বনাশ হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রথমিক স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষদের যুক্ত করতে হবে। সরকার বিজ্ঞান মনষ্কতা, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এক করে ফেলছে। আজকে হেফাজতকে কে পুষ্ট করছে, কেন করছে সেটা বুঝতে হবে। এই সমীকরণ বুঝলে পাঠ্যপুস্তকের এই অবস্থার কারণ আমরা বুঝতে পারবো। আমরাতো শিক্ষক তৈরি করতে পারিনি তৈরি হয়েছে চাটুকার। চাটুকার দিয়েতো মর্যাদাবান ছাত্র তৈরি করা যায় না।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শামসুল আলম বলেন, আমরা শিক্ষা চাই, কেন? কারণ আমরা মানুষ হতে চাই। আমরা কেমন মানুষ হতে চাই? আমাদের স্বাধীনতার চেতনার মধ্যেই সেই ভাবনা প্রকাশিত হয়েছিল। আর স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে যারা ক্ষমতায় আছে তারা তার উল্টো চেতনার মানুষ গড়ার চেষ্টা করছে। আমরা এখন পিছু হটছি, এই ভাবনা স্বাধীনতার বিপরীত। এই শিক্ষানীতি হেফাজতে ইসলাম বা জামায়াতে ইসলাম বা সেই ধারার কোন গোষ্ঠী তৈরি করেনি? করেছে স্বাধীনতার দাবিদাররা, এটা মেনে নেয়া যায় না। সরকার দাবি করছে বিনামূল্যে বই দিয়ে তারা শিক্ষার উন্নতি সাধন করছে, এই বইয়ের টাকাটা কে দিচ্ছে? এই টাকাটা দিচ্ছে এই দেশের জনগণ, খাজনা-ট্যাক্সের মাধ্যমে আর নাম কুড়িয়ে নিচ্ছে সরকার।
গণসঙ্গীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব মাহমুদুজ্জামান বাবু বলেন, স্তরে স্তরে আজ্ঞাবাহি প্রশাসন ও সরকারের চিন্তার অনুগামী শিক্ষকসমাজ সবার মিলিত চিন্তার প্রয়াস এই পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়গুলো অন্তভুক্ত করা হয়েছে তার একটা উদ্দেশ্যতো অবশ্যই আছে। শাসন ক্ষমতায় যারা আছে, তারা শিশু-কিশোরদের একটা মনন কাঠামো গড়ে তুলতে চায়। সেই কাঠামোটাই হচ্ছে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক যা গণতান্ত্রিক সমাজ মননের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাষ্ট্র এখন সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষক না হয়ে মৌলবাদী চর্চার পৃষ্ঠপোষক হয়েছে। যারা এর প্রতিবাদ করার কথা তাদের একটা বড় অংশের মধ্যে নির্লিপ্ততাও সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে বাড়তে সহায়তা করে। সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। বর্তমান পাঠ্যপুস্তক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিকেই ধ্বংস করবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে সংকট নিরসনে শাসকদেরকে বাধ্য করতে হবে।